দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 23 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঢাবি'র সৌরশক্তি পার্কটি বর্তমান স্থানে সংরক্ষণই বাঞ্ছনীয় হবে

স্থানান্তর হলে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ব্যাহত হবে ঃ বাপা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের সৌরশক্তি পার্কটি বর্তমান স্থানেই সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ সৌরশক্তি সমিতির নেতৃবৃন্দ।

গতকাল (শনিবার) সৌরশক্তি পার্ক চত্বরে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এই দাবী জানান। সভায় বক্তরা এনার্জি পার্ক ও তৎসংলগ্ন জায়গায় বহুতল ভবন নির্মিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য যেমন বিঘ্নিত হবে, তেমনি গবেষণা ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হবে, যা কোনভাবেই ঢাবি'র ছাত্র-ছাত্রী বা পরিবেশের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলাদেশ সৌরশক্তি সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মুহতাশাম হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাপা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল মাল আব্দুল মুহিত, নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর নিম চন্দ্র ভৌমিক, সৌরশক্তি সমিতির যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ড. সাইফুল হক প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দোয়েল চত্বর সংলগ্ন নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত সৌরশক্তি পার্কটিকে অন্য একটি ভবনের ছাদে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সারাবিশ্বের ক্রমহ্রাসমান জৈবজ্বালানির সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জন্য অবারিত ও সহজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি আহরণ প্রক্রিয়াটি আরো জনপ্রিয় করা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অথচ প্রস্তাবিত স্থানান্তর প্রক্রিয়া এই পার্কটিকে দেখা বা বুঝার সুবিধাটুকু থেকে দেশের সকল স্তরের মানুষ, ছাত্র, গবেষক, উন্নয়ন কর্মী, পরিবেশবাদীদের বঞ্চিত করবে, যা প্রকল্পটির মূল চেতনার পরিপন্থী। তারা বলেন, বাংলাদেশ সূর্যালোকিত অঞ্চল বিধায় সৌরশক্তি ব্যবহারের একটি সম্ভাবনাময় দেশ। আন্তর্জাতিকভাবেও এটি সর্বজনস্বীকৃত। এই সৌরশক্তির গবেষণা, উন্নয়ন এবং জনগণের কাছে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কেন্দ্রে সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং আগ্রহে ৮০'র দশকে এই নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণাকেন্দ্র এবং এনার্জি পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবেষণা কেন্দ্রটি এবং তৎসংলগ্ন এনার্জি পার্ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নান্দনিক উপস্থাপনা। তারা আরো বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে সূর্যের গতিপথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান নির্বাচন ও নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সারাদিনের সূর্যালোক এ কেন্দ্র পাচ্ছে। পাশাপাশি যাতে অপ্রয়োজনীয় প্রতিফলিত আলো না আসে, বায়োগ্যাস, সোলার পাত, সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানি উত্তোলন ইত্যাদির ওপর গবেষণা করা যায়, যাতে বাইরে থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী জনগণ এই বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয় সেজন্য ভূমিতে স্থাপিত রাকার পাশে উন্মুক্ত স্থানের এই এনার্জি পার্ক সঠিক অবস্থানে আছে।